দৈনিক সংবাদ

NOV. 23 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি প্রো-ভিসি ট্রেজারার প্রক্টর ছাত্র উপদেষ্টা নেই অর্থ সঙ্কট চলছে, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া) থেকে আবদুস সালাম খান ঃ 'অদ্ভুতভাবে' চলছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়- উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর নেই। কয়েকটি বিভাগীয় প্রধান ও ফ্যাকাল্টির ডিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জামাতপন্থী এবং বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে চলছে জোর রশি টানাটানি।

উপাচার্যের অভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে মারাত্মক অচলাবস্থা বিরাজ করছে দীর্ঘ প্রায় দুটি মাস। জামাতপন্থী শিক্ষদের প্রতিরোধের মুখে অপেক্ষাকৃত নরম স্বভাবের এবং প্রগতিশীল উপাচার্য প্রফেসর লুৎফর রহমান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে গেছেন। এরপর উপাচার্য নিয়োগ হয়নি। 'পছন্দসই' উপাচার্য পাওয়া যায়নি। বিএনপিপন্থীদের পছন্দ হলে জামাতপন্থীরা বিরোধিতা করেন। জামাতপন্থীদের প্রস্তাবিত উপাচার্যের বিরুদ্ধে বেঁকে বসেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। জিয়া পরিষদভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যেও উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে চলছে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে জিয়া পরিষদভুক্ত শিক্ষকদের প্রথম পছন্দ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহাদত হোসেন মণ্ডলকে; কিন্তু মণ্ডল সাহেবের প্রতি নারাজ জামাতপন্থী জিয়া পরিষদ। জামাতের হাইকমাণ্ড নাকি সরাসরি বাগড়া দিয়েছে। তাদের পছন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুল আহমেদ চৌধুরী; কিন্তু বিএনপিপন্থী জিয়া পরিষদ (প্রকৃতি জিয়া পরিষদ) 'তৃতীয় বিকল্প' হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরীকে প্রস্তাব করেছেন; কিন্তু চূড়ান্ত হয়নি বিষয়টি। উভয় গ্রুপের শিক্ষকরাই এখন লবিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

এদিকে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্থবিরতা মারাত্মক আকার নিয়েছে। চরমে পৌঁছেছে আর্থিক সংকট। টাকার অভাবে খাতাপত্র কেনা যাচ্ছে না। পরীক্ষা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। গতকালই ভর্তি পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। ভর্তি কমিটির সভাপতি উপাচার্য নিজে। খাতাপত্র, প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা যাচ্ছে না অর্থাভাবে।

শুধু তাই নয়, আগামী মাসের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব হবে না অর্থ সংকটের কারণে। ২শ' ৫০ জন শিক্ষক, ৩শ' ৭০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাবদ মাসে প্রায় ৬৮ লাখ টাকা দরকার হয়। ট্রেজারার নেই সেপ্টেম্বর থেকে।

বিরোধের খবর আরও আছে। তা হলো ট্রেজারার নিয়োগ নিয়ে। কুষ্টিয়ার বিএনপি দলীয় এমপিরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন ট্রেজারার নিয়োগ নিয়ে। কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ইদ্রিস আলী এবং এই কলেজের সাবেক শিক্ষক কামরুল হুদাকে নিয়ে চলছে টানাটানি। ওই দু'ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক আপন বিয়াইয়ের। ইদ্রিস আলী প্রভাবশালী বিএনপি দলীয় এমপি অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের ভগ্নিপতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা এবং প্রক্টরের পদও শূন্য রয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা 'অবাধ্য' হয়ে পড়েছে। মারামারি-চুলোচুলির ঘটনা ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হলগুলোতে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছে না উপাচার্যের অনুপস্থিতিজনিত কারণে।

ডিন ছাড়াই চলছে জিওলজি ফ্যাকাল্টি। কয়েকটি বিভাগের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়ে রয়েছে। মাত্র ৫ জন শিক্ষক নিয়ে চলছে বিজ্ঞান অনুষদ। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. এম আলাউদ্দিন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন চলছে 'অদ্ভুতভাবে'। এই মুহূর্তে কে চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বোঝা যাচ্ছে না। বেলা ১২টা না বাজতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

ছাত্রলীগ আসছে পুলিশি প্রহরায় ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শূন্য হতে চলেছে। অগত্যা পুলিশ পাহারায় কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুর্বল সাংগঠনিক ভিত আরও দুর্বল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের মতে, আসলে ছাত্রলীগ মানসিক দুর্বলতায় ভুগছে। তারা ক্যাম্পাসে আসতেই পারে না। বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে ছাত্র শিবির।